তারিখ 13 SEP-1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

এবার চাই দুর্নীতিমুক্ত বোর্ড পরীক্ষা

এইচএসসি পর্যায়ে ভর্তির জন্য এবার থেকে এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রীদের কোন ভর্তি পরীক্ষায় বসতে হবে না বলে সরকারি সিদ্ধান্ত হবার পর প্রশ্ন উঠেছিল এর পরবর্তী তথা উচ্চতর স্তরে কিভাবে ভর্তি করা হবে। 'কোচিং' ব্যবসায়ীরা কিছুটা হয়তো আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, কলেজ ভর্তি কোচিংয়ের ব্যবসা মাঠে মারা গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও মেডিক্যাল ভর্তি কোচিং প্রোগ্রামগুলো চালিয়ে যাওয়া যাবে। তবে আমরা 'তুলে দিন ঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি পরীক্ষা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লিখে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিয়েছিলাম যত দ্রুত সম্ভব ঐ সিদ্ধান্ত নিতে, যাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তির 'ফর্মুলা' প্রণয়ন করতে পারে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলোতেও জোর গুঞ্জন চলছিল যে, উচ্চতর পর্যায়েও অপ্রয়োজনীয়, অপচয়মূলক ও দুর্ভোগপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করা হবে। সে সিদ্ধান্তটি সরকার ইতিমধ্যেই নিয়েছেন। আগেভাগেই বলে দেয়া হল যে, এবার যারা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলো তাদের থেকেই এ নিয়ম কার্যকর হবে। এবারকার এসএসসি'র ফল ঘোষিত হবার পর সরকার হঠাৎ করেই কলেজ ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করায় যে জটিলতা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, আশা করি উচ্চতর পর্যায়ে তা হবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে, তার জায়গায় পূর্ববর্তী 'পাবলিক' পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মর্যাদা শুধু নয়, গুরুত্বও বেড়েছে।

কিন্তু যারা ভর্তি পরীক্ষা বজায় রাখার পক্ষে তারা অনেক কথার মধ্যে এই কথাটি সবচেয়ে জোর দিয়ে বলছেন যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের কাজটি যে রকম দূষিত হয়ে পড়েছে তাতে এ দু'টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে 'ভিত্তি' করে ভর্তি করা হলে প্রকৃতপক্ষে 'মেধা যাচাই' করা হবে না। নকল ও অন্যান্য দুর্নীতির মাধ্যমে ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা ভালো ভালো কলেজগুলোর আসন দখল করে বসবে। যথার্থ ভালো ছাত্ররা তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। তাদের আশংকা, সরকারের নেয়া নতুন সিদ্ধান্তের কারণে নকল করে পরীক্ষা দেয়ার কাজটি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মাঝে আরও জনপ্রিয় হবে। ভুয়া মার্কশীট বেচাকেনাও নাকি শুরু হয়ে যেতে পারে।

দেশের বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে উপরোক্ত আশংকাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সে জন্যই আমরা সরকারকে বলি যে, ছাত্র ভর্তির নতুন সিস্টেম করে উল্লিখিত দু'টি জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষার 'মর্যাদা' বাড়ালেই চলবে না, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দিয়ে যাতে সত্যি সত্যিই ছাত্রছাত্রীর মেধা ও প্রবণতা যাচাই করা যায় এমন একটি ত্রুটি ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে। দেশের চারটি বোর্ডে যারা কর্মরত রয়েছেন এবং সর্বোপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আশা করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। সকল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা যাতে একই পরিবেশে হয় তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এক বোর্ডের পরীক্ষার মানের সঙ্গে অন্য বোর্ডের পরীক্ষার মান যেন তুলনীয় হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।। 'সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত' বলে কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে ত্রুটিকেই নিয়ম বলে মেনে নেব তা হয় না। কোন কেন্দ্রের গোটাকতক প্রভাবশালী ছাত্র নকল করেছে বলে তাদের পাপে ঐ কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীর খাতা 'কড়াকড়ি' করে দেখার নামে সকলের দুর্দশা ডেকে আনার অবিচারমূলক রীতিও বদলাতে হবে। কম্পিউটারে পরীক্ষার ফলাফল প্রসেস করার ঘটনা ম্যানুয়্যাল টেবুলেশনের সেকেলে পদ্ধতি বদলিয়েছে বটে, কিন্তু প্রতিটি ফল প্রকাশের পর পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের তরফ থেকে যেসব অভিযোগ ওঠে তাতে বোঝা যায়, নতুন পদ্ধতি এখনও নিখুঁত হয়ে উঠেনি। ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো তাতে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্তভাবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে, তা আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না। সুষ্ঠুভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করা, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রতিহত করা এবং খাতা দেখার কাজটি দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়া চাই। এসব করা না গেলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সর্বত্র গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

বোর্ডের পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি হয় বলে একটি পরীক্ষায় পাস করা ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী স্তরে ভর্তির জন্য আবারও একটি ভর্তি পরীক্ষায় ঠেলে দেয়া কোন কাজের কথা নয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েরও দায়িত্ব নয় পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মেধার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তাদের আবারও ছেঁকে নেয়া। এই ছেঁকে নেয়ার কাজটি করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় সে শ্রম ও চেষ্টা তারা এখন ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য নিয়োজিত করতে পারবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ভালোভাবে নেয়ার দায়িত্ব সরকারের। সে দায়িত্ব পালনের দায় থেকে তাকে আমরা রেহাই দেবো কেন?